দানিয়েলের বই - নম্বর সত্তর

প্রাচীন ফলক থেকে আধুনিক দায়িত্বাবলি: চুক্তির যাত্রার উন্মোচন

Jeff Pippenger
2024-02-03

যখন প্রভু প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, তখন তিনি চুক্তির সম্পর্কের ভিত্তি ও প্রতীক হিসেবে দুটি ফলক প্রদান করলেন। এই দুটি ফলক প্রাচীন ইস্রায়েলের দায়িত্বও চিহ্নিত করেছিল—বিশ্বের সামনে ওই দুটি ফলকের একটি জীবন্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করা। যখন প্রভু আধুনিক ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, তখন তিনি চুক্তির সম্পর্কের ভিত্তি ও প্রতীক হিসেবে দুটি ফলক প্রদান করলেন। এই দুটি ফলক আধুনিক ইস্রায়েলের দায়িত্বও চিহ্নিত করেছিল—বিশ্বের সামনে সব চারটি ফলকের একটি জীবন্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করা।

ঈশ্বর যখন তাদেরকে মিশরের দাসত্বের আক্ষরিক বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করলেন এবং লাল সাগর পারাপারের হতাশার মধ্য দিয়ে তাদেরকে পার করিয়ে আনলেন, তার ঠিক পরেই আক্ষরিক প্রাচীন ইস্রায়েলকে দুটি ফলক দেওয়া হয়েছিল। আক্ষরিক প্রাচীন ইস্রায়েল যে সময়কাল ধরে বন্দিদশায় ছিল, তা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষভাবে চারশ ত্রিশ বছর বলে নির্ধারিত ছিল; এবং বন্দিদশায় থাকাকালীন আক্ষরিক প্রাচীন ইস্রায়েল সপ্তম দিনের সাবাথ ভুলে গিয়েছিল এবং তা পালন করা বন্ধ করেছিল।

ঈশ্বর যখন আধ্যাত্মিক আধুনিক ইস্রায়েলকে ক্যাথলিক বন্ধনের আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন এবং ১৮৪৪ সালের মহা হতাশার মধ্য দিয়ে তাদের পার করালেন, তার অব্যবহিত পরেই তাদেরকে দুটি ফলক দেওয়া হয়েছিল। আধ্যাত্মিক আধুনিক ইস্রায়েল যে সময়কাল বন্ধনে ছিল, তা ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দিষ্টভাবে এক হাজার দুইশো ষাট বছর হিসেবে চিহ্নিত ছিল, এবং সেই বন্ধনকালে আধ্যাত্মিক আধুনিক ইস্রায়েল সপ্তম দিনের সাবাথকে ভুলে গিয়েছিল এবং তা পালন করা বন্ধ করেছিল।

যে ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঈশ্বর মোশির হাতে পাথরের দুই ফলক তুলে দেন, যাতে তিনি সেগুলো প্রাচীন ইস্রায়েলের কাছে নিয়ে যান, সেই সময়ই তাঁর ভাই হারুন একটি বাছুরের সোনার মূর্তি তৈরি করছিলেন। দশ আজ্ঞার সেই দুই ফলক ঘোষণা করে যে ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর, এবং তাঁর ঈর্ষা বিশেষভাবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়; আর যখন মোশি পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন প্রাচীন ইস্রায়েল ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচিত যিনি, তাঁরই তৈরি করা সেই সোনার মূর্তির চারদিকে নগ্ন হয়ে নাচছিল।

> আর মোশি আহারোনকে সেই সমস্ত কথা বললেন যা তাঁকে পাঠানো প্রভু বলেছিলেন, এবং যে সব নিদর্শন করতে তিনি তাঁকে আদেশ করেছিলেন সেগুলিও জানালেন। আর মোশি ও আহারোন গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত প্রাচীনদের একত্র করলেন। আর আহারোন সেই সমস্ত কথা বললেন যা প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, এবং লোকদের চোখের সামনে সেই নিদর্শনগুলি করলেন। নির্গমন ৪:২৮-৩০।

চুক্তির দুই ফলক প্রদানকালে যে চুক্তির ইতিহাসে প্রাচীন ইস্রায়েলকে একজন নবী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই নবীর ভাই ছিলেন ঈর্ষার মূর্তির বিদ্রোহের নেতা। চুক্তির দুই ফলক প্রদানকালে যে চুক্তির ইতিহাসে আধুনিক ইস্রায়েলকে এক নবীনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই

নবীনের স্বামী ছিলেন ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের নেতা; এবং ১৮৬৩ সালটি অ্যাডভেন্টবাদের প্রথম প্রজন্মকে চিহ্নিত করে, যাকে বেদীর ফটকের মুখে স্থাপিত এক ঈর্ষার মূর্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

> তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, এখন উত্তরের দিকে তোমার চোখ তোলো। তাই আমি উত্তরের দিকে আমার চোখ তুললাম, আর দেখো, উত্তরের দিকে বেদীর ফটকে, প্রবেশদ্বারে, ঈর্ষার সেই মূর্তি ছিল। ইজেকিয়েল ৮:৫।

"বেদি" খ্রিস্টের প্রতীক।

> "আমরা পবিত্র ও সাধারণকে মিশিয়ে ফেলার ঝুঁকিতে আছি। ঈশ্বরপ্রদত্ত পবিত্র আগুনই আমাদের প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রকৃত বেদি হল খ্রিস্ট; প্রকৃত আগুন হল পবিত্র আত্মা। এটাই আমাদের প্রেরণা। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা যখন একজন মানুষকে নেতৃত্ব দেন ও পথ দেখান, তখনই তিনি বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হন। যদি আমরা ঈশ্বর ও তাঁর মনোনীতদের থেকে সরে গিয়ে অপরিচিত বেদিগুলোর কাছে জিজ্ঞাসা করি, তবে আমাদের কর্ম অনুসারে আমাদের উত্তর দেওয়া হবে।" Selected Messages, book 3, 300.

“দ্বার”টি হলো গির্জা।

> "নম্র, বিশ্বাসী আত্মার কাছে পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৃহ স্বর্গের প্রবেশদ্বার। প্রশংসার গান, প্রার্থনা, খ্রিস্টের প্রতিনিধিদের বলা বাক্যসমূহ—এসবই ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত মাধ্যম, যাতে একটি জাতিকে ঊর্ধ্বস্থ গির্জার জন্য, সেই উচ্চতর উপাসনার জন্য প্রস্তুত করা হয়, যেখানে অপবিত্রকারী কোনো কিছুই প্রবেশ করতে পারে না।" Testimonies, খণ্ড ৫, ৪৯১.

১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ আইনগতভাবে নিবন্ধিত একটি চার্চে পরিণত হয়েছিল এবং একটি আন্দোলন হিসেবে থাকা বন্ধ করেছিল। সে সময়ই তারা চার্চের ইতিহাসে 'প্রবেশ' করেছিল। ১৮৬৩ সালে, খ্রিস্টের চার্চ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে একটি আইনগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সেই বছর তারা হাবাক্কূকের দুইটি পবিত্র ফলকের পরিবর্তে একটি নকল চার্টও প্রবর্তন করেছিল। দ্বিতীয় ফলকটি প্রস্তুত হওয়া মাত্রই, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, আহারোন দ্বারা প্রতীকায়িতরা একটি নকল প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করেছিল।

দ্বিতীয় আজ্ঞা মূর্তিপূজা ও প্রতিমা-উপাসনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্দিষ্ট সতর্কবার্তা। এখানেই ঈশ্বর তাঁর চরিত্রকে ‘ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর’ হিসেবে পরিচয় দেন। এখানেই তিনি এই নীতি স্থাপন করেন যে, তিনি দুষ্টদের প্রতি তাঁর বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত রেখে দেন। দশ আজ্ঞা খ্রিস্টের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

> খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, এবং তার পরিণতিতে যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা দায়ী ছিলেন। এক জাতির পাপ ও এক জাতির ধ্বংসের জন্য ধর্মীয় নেতারাই দায়ী ছিলেন।
>
> আমাদের সময়েও কি একই প্রভাবগুলো কাজ করছে না? প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষকদের মধ্যে কি অনেকে ইহুদি নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না? ধর্মীয় শিক্ষকেরা কি ঈশ্বরের বাক্যের সুস্পষ্ট দাবিসমূহ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিচ্ছেন না? ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি আজ্ঞাপালনে তাদের শিক্ষা দেওয়ার বদলে, তারা কি তাদের ব্যবস্থা-লঙ্ঘনে শিক্ষা দিচ্ছেন না? গির্জাগুলোর বহু ধর্মোপদেশ মঞ্চ থেকে

> মানুষকে শেখানো হয় যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা তাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়। মানবীয় প্রথা, বিধান ও রীতিনীতি মহিমান্বিত করা হয়। ঈশ্বরের দানসমূহের কারণে গর্ব ও আত্মতুষ্টি লালিত হয়, আর ঈশ্বরের দাবিসমূহ উপেক্ষিত থাকে।
>
> "ঈশ্বরের আইনকে উপেক্ষা করতে গিয়ে মানুষ জানেই না তারা কী করছে। ঈশ্বরের আইন তাঁর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। এতে তাঁর রাজ্যের নীতিসমূহ নিহিত আছে। যে এই নীতিসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সে নিজেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যেখানে প্রবাহিত হয় সেই স্রোতধারার বাইরে স্থাপন করে।" Christ's Object Lessons, 305.

খ্রিস্টের চরিত্রই তাঁর স্বরূপ, এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত আছে যে তিনি ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈর্ষা খ্রিস্টে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তিনি দুইবার মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমবার মন্দির শুদ্ধ করার সময়, কাজটি প্রত্যক্ষ করা শিষ্যদের তখন মনে পড়ে যে শাস্ত্রে ঈশ্বরের ঈর্ষার উল্লেখ রয়েছে।

> ইহুদিদের পাস্কা উৎসব আসন্ন ছিল, এবং যীশু যিরূশালেমে গেলেন। তিনি মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, গরু, ভেড়া ও পায়রা বিক্রি করছে এমন লোকেরা আছে, এবং মুদ্রা বদলাকারীরা বসে আছে। তখন তিনি ছোট ছোট দড়ি দিয়ে একটি চাবুক বানিয়ে, তাদের সবাইকে—ভেড়া ও গরুগুলোকেও—মন্দির থেকে বের করে দিলেন; এবং মুদ্রা বদলাকারীদের টাকা ছড়িয়ে দিলেন ও টেবিলগুলো উল্টে দিলেন। আর যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের তিনি বললেন, এগুলো এখান থেকে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার ঘর করো না। আর তাঁর শিষ্যরা স্মরণ করল যে লেখা আছে, তোমার গৃহের প্রতি উৎসাহ আমাকে গ্রাস করছে। যোহন ২:১৩-১৭।

শাস্ত্রে, হিব্রু ও গ্রিক উভয় ভাষায় “zealous” শব্দটি “jealous” শব্দটিই; দুটোই একই শব্দ। যখন খ্রিস্ট মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের ঈর্ষা প্রকাশ করছিলেন, যা ঈশ্বরের চরিত্রের সেই গুণ যা দ্বিতীয় আদেশে চিহ্নিত, এবং যা বিশেষভাবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়। যখন মোশি দুই ফলক নিয়ে পর্বত থেকে নেমে এসে বুঝলেন আরন কী করেছেন এবং লোকেরা কী করছিল, তখন তিনি সেই দুই ফলক ভেঙে ফেললেন। সেই দুই ফলক ছিল ঈর্ষার সত্য প্রতিচ্ছবি, কারণ সেগুলো ছিল এমন বস্তুগত প্রতিকৃতি যা ঈশ্বরকে এক ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করত। যখন মোশি দুই ফলক ভাঙলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় আদেশে চিহ্নিত ঠিক সেই ঈর্ষাই প্রকাশ করছিলেন।

> আর মোশি ফিরে পর্বত থেকে নেমে এলেন, তাঁর হাতে সাক্ষ্যের দুইটি ফলক ছিল; ফলকগুলোর উভয় পাশেই লেখা ছিল—এক পাশে এবং অন্য পাশেও লেখা ছিল। আর ফলকগুলো ঈশ্বরের কাজ ছিল, এবং লেখাটিও ঈশ্বরেরই লেখা ছিল, যা ফলকগুলোর উপর খোদাই করা ছিল। এবং যিহোশূয় যখন লোকদের চিৎকারের ধ্বনি শুনল, সে মোশিকে বলল, শিবিরে যুদ্ধের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তিনি বললেন, এটি জয়লাভকারীদের বিজয়ধ্বনি নয়, আবার পরাজিতদের আর্তনাদও নয়; বরং আমি গানের শব্দই শুনছি। এবং ঘটল যে, তিনি শিবিরের কাছে পৌঁছামাত্রই বাছুরটিকে ও নৃত্য দেখলেন; তখন মোশির ক্রোধ প্রজ্বলিত হল, এবং তিনি ফলকগুলো তাঁর হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ও পর্বতের পাদদেশে সেগুলো ভেঙে ফেললেন। নির্গমন ৩২:১৫-১৯।

দুটি ফলক ছিল ঈশ্বরের চরিত্রের সাক্ষ্য। ঈশ্বরের চরিত্রই সেই রূপ, যা খ্রিষ্টের ধার্মিকতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গঠিত হওয়ার কথা। দুটি ফলকই ঈর্ষার প্রকৃত প্রতিমূর্তি, আর সেই একই সময়ে যখন প্রকৃত ঈর্ষার প্রতিমূর্তি প্রাচীন ইস্রায়েলের কাছে অর্পণ করা হচ্ছিল, হারুন একটি নকল ঈর্ষার প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করেছিল। যাদের অন্তরে

খ্রিষ্ট গঠিত হয়েছেন, তাদের তাঁর রূপ আছে, এবং তাঁর ধার্মিকতার বস্ত্রও আছে; তথাপি হারুনের উৎসবকারীরা নগ্ন হয়ে নাচছিল, কারণ তারা ছিল লাওদিকীয়। লাওদিকীয়রা "দুর্দশাগ্রস্ত, করুণ, দরিদ্র, অন্ধ, এবং নগ্ন।"

> আর যখন মূসা দেখলেন যে লোকেরা উলঙ্গ ছিল; (কারণ হারুন তাঁদের শত্রুদের মধ্যে লজ্জিত করার জন্য তাঁদের উলঙ্গ করে দিয়েছিলেন)। নির্গমন ৩২:২৫।

১৮৫৬ সালে, নকল চার্টটি তৈরি হওয়ার সাত বছর আগে, জেমস এবং এলেন হোয়াইট উভয়েই চিহ্নিত করেছিলেন যে আন্দোলনটি লাওদিকীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে, অ্যাডভেন্টিজম আত্মিকভাবে 'নগ্ন' ছিল, যেমন প্রাচীন ইসরায়েল আক্ষরিক অর্থে 'নগ্ন' ছিল, যখন তারা ঈর্ষার নকল প্রতিমার চারদিকে নাচছিল। আহরণ যে নকলটি বানিয়েছিল, তা ছিল সোনার মূর্তি; কিন্তু সেটি ছিল এক বাছুরের প্রতিমা, যা একটি পশু। সেটি ছিল পশুর প্রতিমূর্তি, এবং একই সঙ্গে পশুর উদ্দেশে নির্মিত প্রতিমূর্তিও ছিল। সোনার বাছুরটি ছিল পশুর প্রতিমূর্তি, কিন্তু এটিকে উৎসর্গও করা হয়েছিল সেই দেবতাদের কাছে, যাদের সম্পর্কে আহরণ অন্যায়ভাবে ঘোষণা করেছিল যে তারাই ইসরায়েলকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে।

> তিনি সেগুলো তাদের হাত থেকে গ্রহণ করে গলিয়ে একটি বাছুর বানালেন; তারপর খোদাই করার যন্ত্র দিয়ে সেটি গড়ে তুললেন। তখন তারা বলল, 'হে ইস্রায়েল, এই-ই তোমার দেবতারা, যারা তোমাকে মিশরের দেশ থেকে বের করে এনেছে।' আর আহারোন যখন তা দেখলেন, তিনি তার সামনে একটি বেদি নির্মাণ করলেন; এবং আহারোন ঘোষণা করে বললেন, 'আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব।' পরদিন ভোরে তারা উঠে হোমবলিদান দিল এবং শান্তিবলিদান আনল; আর লোকেরা খেতে ও পান করতে বসে পড়ল, এবং উল্লাস করতে উঠে দাঁড়াল। নির্গমন ৩২:৪-৬।

সোনার বাছুরটি ছিল একটি পশুর প্রতিমা, কিন্তু তা মিথ্যা দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত ছিল; অতএব তা পশুটির প্রতি একটি প্রতিমা (উৎসর্গ)ও ছিল। প্রতিমাটি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল, যা বাবিলের প্রতীক; এবং তা ছিল একটি বাছুর, যা পবিত্রস্থান-সেবায় উৎসর্গের সর্বোচ্চ রূপ। এটি মিশরের দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত ছিল। রহস্য বাবিলকে (কারণ সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্য পৃথিবীর অন্ত-সময়কে চিহ্নিত করে) একটি পশুর উপর আরোহী এক নারী হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নারীটি যে পশুর উপর আরোহী, সেটি হল জাতিসংঘ (দশ রাজা), এবং তা ড্রাগন, নাস্তিক্যবাদ ও মিশরের প্রতীক। ঐ নারী নিজেই ঈশ্বরের সত্য গির্জার এক নকল প্রতিরূপ। মিশরের দেবতাদের উদ্দেশে আহারোন যে সোনার বাছুর উৎসর্গ করেছিলেন, তা প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ের মহা ব্যভিচারিণীর প্রতীক ছিল—যিনি বাবিলের প্রতীক (সোনা), পশুর উপর (মিশর) আরোহী, এবং একটি নকল গির্জা (বাছুর)।

একই সময়ে হারুন একটি বেদি নির্মাণ করলেন, যা, যেমন সদ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, খ্রীষ্টকে—যিনি সত্য বেদি—প্রতিনিধিত্ব করে। তারপর তিনি নকল উপাসনা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন, কারণ তিনি পরদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে এক উৎসব ঘোষণা করলেন। হারুনের সোনার বাছুরটি ছিল পশুর 'এর' ও 'জন্য' এক মূর্তি, এবং তা একটি নকল খ্রীষ্টের 'সামনে' স্থাপন করা হয়েছিল, আর তার মিথ্যা উপাসনা-ব্যবস্থা উদ্‌যাপনের জন্য একটি দিন আলাদা করে রাখা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রই সেই শক্তি, যা পশুর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে এবং তারপর বিশ্বকে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বের ওপর উপাসনার সেই ব্যবস্থা

চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে, এবং এটি তা করে পশুর দৃষ্টির সামনে, 'তার সামনে'।

> আমি আরেকটি পশুকে ভূমি থেকে উঠতে দেখলাম; তার দুটি শিং ছিল মেষশাবকের মতো, আর সে ড্রাগনের মতো কথা বলত। সে তার সামনে প্রথম পশুটির সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারীদের প্রথম পশুটির উপাসনা করতে বাধ্য করে, যার প্রাণঘাতী ক্ষত সেরে উঠেছিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১, ১২।

অধর্মের মানুষ, যা পোপতন্ত্র, হলো প্রকাশিত বাক্যের তেরো অধ্যায়ের সমুদ্র-পশু। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসন্ন রবিবার আইনের সময় ড্রাগনের মতো কথা বলবে, তখন এটি পৃথিবীকে বাধ্য করতে শুরু করবে তার “পূর্বে” যে পশু আছে, সেই পশুর মূর্তি স্থাপন করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (পৃথিবীর পশু) পূর্ববর্তী যে পশু, তা হলো পোপতন্ত্র (সমুদ্র-পশু)। পোপতন্ত্র একটি মিথ্যা খ্রীষ্ট, এবং খ্রীষ্টই যেহেতু সত্য বেদী, হারূণ একটি মিথ্যা খ্রীষ্টের সামনে তার স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এরপর হারূণ উপাসনার একটি মিথ্যা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, যা পরদিন অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের ঘোষণায় প্রকাশ পেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উপাসনার একটি মিথ্যা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, এবং এটি উপাসনার একটি মিথ্যা দিনের সঙ্গেও যুক্ত।

যখন মোশি পর্বত থেকে নেমে এলেন, তখন বিতর্কটি ছিল প্রকৃত ও মিথ্যা ’ঈর্ষার প্রতিমা’—খ্রিস্টের প্রতিচ্ছবি না শয়তানের প্রতিচ্ছবি—এই নিয়ে। সেই ছদ্মতার মধ্যে ছিল একটি ছদ্ম খ্রিস্ট (বেদী), একটি ছদ্ম অভিজ্ঞতা (লাওদিকীয়), এবং একটি ছদ্ম উপাসনার দিন (“আগামীকাল প্রভুর জন্য উৎসব”)। স্বর্ণ-বাছুরের বিদ্রোহ শীঘ্র-আসন্ন ’রবিবার আইন’-এর বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে এটি ১৮৬৩ সালে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের বিদ্রোহকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

১৮৬৩ সালে, হাবাক্কূকের দুই ফলকে উপস্থাপিত মিলারের স্বপ্নের রত্নরাজি আড়াল করতে একটি জাল ফলক প্রবর্তিত করা হয়েছিল। হাবাক্কূকের সেই দুই ফলকের প্রতিরূপ ছিল পর্বতে মোশির প্রাপ্ত দুই ফলক। ১৮৬৩ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে একটি আইনগত সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, ফলে মিলারাইট আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে এবং লাওদিকীয় আন্দোলনকে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ হিসেবে আইনগতভাবে নিবন্ধিত করা হয়। ঐ সম্পর্কটি আহারোনের পশুর প্রতিমূর্তির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, যাকে ভবিষ্যদ্বাণীমতে চার্চ ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়; এর ফলে ১৮৬৩ সালে মিলারাইটদের চার্চ-রাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিরূপ নির্দেশিত হয় এবং শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইনের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রতিরূপ নির্দেশিত হয়।

আহারোনের নগ্ন নৃত্যরত মূর্খরা লাওদিকিয়ার নকল অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে; এটি ঠিক সেই অবস্থাই, যেটিতে ১৮৫৬ সালে মিলারাইট আন্দোলন পরিণত হয়েছিল। আহারোনের ঐ নৃত্যরত মূর্খদের দ্বারা উপস্থাপিত আত্মিক অভিজ্ঞতাটি মোশির অভিজ্ঞতার বিপরীত ছিল; তিনি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ঈর্ষান্বিত চরিত্র প্রকাশ করছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে "নৃত্য" প্রতারণার প্রতীক, এবং আহারোনের নৃত্যরত মূর্খরাও সেই প্রতারণারই প্রতিনিধিত্ব করছিল, যা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে নেবূখদ্নেজ্জরের বাদ্যদলের সুরে "নাচতে" বাধ্য করার মাধ্যমে ঘটায়, যখন টায়রের বেশ্যা তার গান গায়।

১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় মিলারাইট আন্দোলন আইনগতভাবে নিবন্ধিত লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে যেমন চিহ্নিত করা হয়েছে, ১৮৬৩ সালে যেরিহো পুনর্নির্মিত হয়েছিল, কারণ যেরিহো লাওদিকিয়ার

ঐশ্বর্যের প্রতীক এবং যিরূশালেম নগরের এক জাল প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করে। ১৮৬৩ সালে, একটি জাল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চার্টের প্রবর্তন হারুন, সোনার বাছুর ও নৃত্যরত মূর্খদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে উপস্থাপন করেছিল। লোহিত সাগরে উদ্ধারের ইতিহাসটি সিস্টার হোয়াইট বারবার ব্যবহার করেছেন প্রারম্ভিক অ্যাডভেন্টবাদের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে, এবং এই প্রয়োগটি ঈর্ষা-উদ্রেককারী মূর্তি নিয়ে বিরোধে মোশি ও হারুনের ইতিহাসের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৬৩ সালে, লাওদিকিয়ান অ্যাডভেন্টিজিমের প্রথম প্রজন্মের সূচনা হয়েছিল, যখন ফটকে (গির্জা) ঈর্ষার প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছিল, যা বেদির (খ্রিস্ট) সামনে ছিল। তারপর সেই প্রথম প্রজন্ম ঘৃণ্যতার ক্রমবর্ধমান ইতিহাসে "প্রবেশ" করল।

> তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, এখন উত্তরের দিকে তোমার চোখ তোলো। তাই আমি উত্তরের দিকে আমার চোখ তুললাম, আর দেখো, উত্তরের দিকে বেদীর ফটকে, প্রবেশদ্বারে, ঈর্ষার সেই মূর্তি ছিল। ইজেকিয়েল ৮:৫।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বিবেচনাগুলি অব্যাহত রাখব।

> এই ভয়ঙ্কর ও গম্ভীর সময়ে আমাদের অবস্থা কী? হায়, গির্জার মধ্যে কী প্রবল অহংকার, কী ভণ্ডামি, কী প্রতারণা, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি কী প্রেম, কী হালকাচিত্ততা ও আমোদ-প্রমোদ, প্রাধান্যলিপ্সার কী তীব্রতা! এই সব পাপ মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, ফলে চিরন্তন বিষয়গুলি আমরা অনুধাবন করতে পারিনি। আমরা কি শাস্ত্র অনুসন্ধান করব না, যাতে জানতে পারি এই বিশ্বের ইতিহাসে আমরা কোথায় আছি? আমরা কি এই সময়ে আমাদের জন্য যে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে সে বিষয়ে, এবং এই প্রায়শ্চিত্তের কাজ চলতে থাকাকালে পাপী হিসেবে আমাদের যে অবস্থান গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে, সচেতন হব না? যদি আমাদের আত্মার পরিত্রাণের প্রতি কোনো পরোয়া থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই একটি সিদ্ধান্তমূলক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সত্যিকারের অনুতাপ নিয়ে প্রভুকে খুঁজতে হবে; আমাদের আত্মার গভীর অনুশোচনায় আমাদের পাপসমূহ স্বীকার করতে হবে, যাতে সেগুলি মুছে যায়।
>
> আমাদের আর সেই মন্ত্রমুগ্ধ ভূমিতে থাকা চলবে না। আমরা দ্রুত আমাদের পরীক্ষাকালের সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকে আত্মা জিজ্ঞাসা করুক: আমি ঈশ্বরের সামনে কী অবস্থায় আছি? আমরা জানি না, কত তাড়াতাড়ি খ্রিস্টের মুখে আমাদের নাম উঠতে পারে, এবং আমাদের বিচার চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে পারে। কী, হায়, কী হবে এই সিদ্ধান্তগুলো! আমরা কি ধার্মিকদের সঙ্গে গণ্য হব, নাকি দুষ্টদের সঙ্গে গণ্য হব?
>
> গির্জা উঠে দাঁড়াক, এবং ঈশ্বরের সামনে তার পশ্চাদপসরণের জন্য অনুতাপ করুক। প্রহরীরা জেগে উঠুক, এবং তূর্যে সুস্পষ্ট ধ্বনি তুলুক। এটি একটি নির্দিষ্ট সতর্কবাণী, যা আমাদের ঘোষণা করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর দাসদের আদেশ দেন, 'জোরে চিৎকার কর, সংযম কোরো না; তূর্যের ন্যায় তোমার কণ্ঠ উচ্চ কর, আমার লোকদের তাদের অপরাধ দেখাও, এবং যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ' (যিশাইয় ৫৮:১)। লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হবে; এটা না হলে সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল; স্বর্গ থেকে কোনো স্বর্গদূত নেমে এসে তাদের সঙ্গে কথা বললেও, তার কথা ততটাই নিরর্থক হবে, যেন সে মৃত্যুর শীতল কানে কথা বলছে।

"মণ্ডলীকে কর্মে জাগ্রত হতে হবে। মণ্ডলী পথ প্রস্তুত না করা পর্যন্ত ঈশ্বরের আত্মা কখনো আসবেন না। হৃদয়ের আন্তরিক অনুসন্ধান থাকা উচিত। একতাবদ্ধ, অধ্যবসায়ী প্রার্থনা থাকা উচিত, এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিকে দাবি করা উচিত। প্রাচীন কালের মতো দেহে চটের পোশাক পরিধান নয়, বরং আত্মার গভীর দীনতা থাকা উচিত। নিজেকে অভিনন্দন জানানো ও নিজেকে মহিমান্বিত করার জন্য আমাদের সামান্যতম কারণও নেই। আমাদের উচিত ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হাতের অধীনে নিজেদের নম্র করা। তিনি সিত্যসন্ধানীদের সান্ত্বনা দিতে ও আশীর্বাদ করতে আবির্ভূত হবেন।" নির্বাচিত বার্তাবলী, বই ১, ১২৫, ১২৬।